रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

रेजिस्ट्री नं डि-२२१

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भारतेर गेजेट
असाधारण
EXTRAORDINARY
বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 11	नई दिल्ली, शुक्रबार, नभेम्बर, 27, 2020	[अग्रहायण 6, 1942 शक
No. 11	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020	[AGRAHAYANA 6, 1942 (SAKAY)
নং 11	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২০	[৬ই অগ্রহায়ণ, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ২১শে আগস্ট, ২০২০/৩০শে শ্রাবণ, ১৯৪২(শক)

(১) দি ক্যারেজ বাই রোড অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৪১),

(২) দি মেনটেনান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৫৬),

(৩) দি ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ২০১০ (২০১০-এর ৩১),

(৪) দি ইউনিয়ন টেরিটরি গুড্‌স্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ১৪) এবং

(৫) দি ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্‌স অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ৩৩)-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 21st August, 2020/ 30 Sravana, 1942 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007),

(2) The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007),

(3) The Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010),

(4) The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and

(5) The Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

———

ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকার আইন, ২০১০

(২০১০-এর ৩১ নং আইন)

[২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নামোদ্দিষ্ট স্থানসমূহে নিরাপত্তার অপরিহার্যতাসমূহ অনুপালনকারী ব্যবস্থাগুলির পরিস্থাপন এবং সীমান্ত পারে যাত্রী ও পণ্য চলাচলের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার্থে ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকার স্থাপনের জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের এক-ষষ্টিতম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকার আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে বলবৎ হইবে এবং এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারিবে এবং ঐরূপ কোন বিধানে এই আইন প্রারম্ভের কোন উল্লেখ উক্ত বিধানের বলবৎ হইবার উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "প্রাধিকার" বলিতে, ৩ ধারা অনুযায়ী গঠিত ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকার বুঝায় ;

(খ) "চেয়ারপার্সন" বলিতে, ৩ ধারার (৩) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্ত প্রাধিকারের চেয়ারপার্সনকে বুঝায় ;

(গ) "অভিবাসন চেক পোস্ট" বলিতে ফরেনারস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৬ অনুযায়ী যথা-প্রজ্ঞাপিত কোন ভূমিস্থিত বন্দর বা প্রস্থানস্থলকে বুঝায় ; ১৯৪৬-এর ৩১।

(ঘ) "সুসংহত চেক পোস্ট" বলিতে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ কোন ভূমি বন্দরকে বুঝায় ;

(ঙ) "ভূমি বহিঃশুল্ক কেন্দ্র" বলিতে স্থল বা অন্তর্দেশীয় জলপথে আমদানী বা রপ্তানী করা হইবে এরূপ দ্রব্যাদির নিকাশের জন্য কাস্টমস্ অ্যাক্ট, ১৯৬২-র ৭ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঐরূপে প্রজ্ঞাপিত কোন স্থানকে বুঝায় ; ১৯৬২-র ৫২।

(চ) "ভূমি বন্দর" বলিতে, কাস্টমস্ অ্যাক্ট, ১৯৬২ বা ফরেনারস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৬ অনুযায়ী ভূমি বহিঃশুল্ক কেন্দ্র বা অভিবাসন চেকপোস্টরূপে প্রজ্ঞাপিত জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য রাস্তার অংশসমূহ সমেত ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তস্থ কোন এলাকাকে বুঝায় এবং ভারত সীমান্তের উভয় পারে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ এবং নিকাশের সুযোগসুবিধাসহ রেল ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে; ১৯৬২-র ৫২। ১৯৪৬-এর ৩১।

(ছ) "প্রজ্ঞাপন" বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপনকে বুঝায় ;

(জ) "বিহিত" বলিতে, এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝায় ; এবং

(ছ) "প্রনিয়মসমূহ" বলিতে, প্রাধিকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রনিয়মসমূহকে বুঝায়।

অধ্যায় ২

ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকার

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, ভারতের ভূমি বন্দর প্রাধিকাররূপে পরিচিত একটি প্রাধিকার গঠিত হইবে।

(২) প্রাধিকার পূর্বোক্ত নামে একটি নিগমিত সংস্থা হইবে, যাহার এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, অস্থাবর ও স্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করিবার এবং সংবিদা করিবার ক্ষমতাসহ নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি সাধারণ শীলমোহর থাকিবে, এবং উহা উক্ত নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবে বা তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

(৩) ঐ প্রাধিকার –

(ক) একজন চেয়ারপার্সন ;

(খ) দুইজন সদস্য, যাঁহাদের মধ্যে একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও অন্যজন সদস্য (অর্থ) হইবেন;

(গ) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, রাজস্ব, বাণিজ্য, পথ পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক, রেলপথ, প্রতিরক্ষা, কৃষি ও সমবায়, বিধি ও ন্যায় বিচারের সহিত জড়িত ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন, ভারত সরকারের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ আধিকারিকগণের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এরূপ অনধিক নয়জন সদস্য, পদাধিকারবলে ;

(ঘ) যে যে রাজ্যে সুসংহত চেক পোস্টসমূহ অবস্থিত রহিয়াছে সেই সেই রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব বা সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন তাঁহার এরূপ মনোনীতক;

(ঙ) দুইজন প্রতিনিধি, যাঁহাদের মধ্যে একজন, কর্মিগণের স্বীকৃত সংস্থাসমূহ হইতে এবং অন্যজন ব্যবসায়ীগণের মধ্য হইতে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; এবং

(চ) কেন্দ্রীয় সরকার, কৃত্যগত উদ্দেশ্যে যেরূপ সহযোজন করিবেন সেরূপ অন্যান্য প্রতিনিধি

লইয়া গঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারপার্সন ও (খ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পূর্ণ-কালিক সদস্য হইবেন।

(৫) চেয়ারপার্সন নিরাপত্তা, পরিবহণ, শিল্প, বাণিজ্য, বিধি, অর্থ বা জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে বাছাইকৃত হইবেন।

সদস্যের পদের নির্যোগ্যতা।

৪। কোন ব্যক্তি সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন যদি তিনি —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে নৈতিক দুশ্চারিত্র্যের সহিত জড়িত কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ ও কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হইয়া থাকেন; বা

(খ) অ-ভারমুক্ত দেউলিয়া হন; বা

(গ) অসুস্থমনা হন ও কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক ঐরূপে ঘোষিত হন; বা

(ঘ) সরকারী বা সরকারী মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন নিগমিত সংস্থার চাকরি হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে, ঐ প্রাধিকারে এরূপ আর্থিক বা অন্যান্য স্বার্থের অধিকারী হন যাহাতে সদস্যরূপে তৎকর্তৃক তদীয় কৃত্যসমূহের সম্পাদন হানিকররূপে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী।

৫। (১) ৬ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক পূর্ণ-কালিক সদস্য তাঁহার পদভার গ্রহণ করিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমার অথবা তাঁহার ষাট বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে, তৎপর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে কেন্দ্রীয় সরকার —

(ক) কোন পূর্ণ-কালিক সদস্যকে, অন্যূন তিন মাস সময়সীমার নোটিস প্রদান করিবার পর অথবা, তৎপরিবর্তে, তাঁহার বেতন ও ভাতা, কিছু থাকিলে, তাহার তিন মাস সময়সীমাকালের সমান অর্থ-পরিমাণ প্রদান করিবার পর, তাঁহার নিয়োগের অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) যে কোন সময় সরকারী কৃত্যকারী কোন সদস্যের নিয়োগের অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(২) সদস্যগণের চাকরির অন্যান্য শর্ত, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

(৩) কোন সদস্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমার লিখিত নোটিস কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রদান করিয়া তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে ঐরূপ পদত্যাগ প্রজ্ঞাপিত হইবার পর ঐরূপ সদস্য তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

সদস্যগণের পদ শূন্য করিয়া দেওয়া।

৬। কেন্দ্রীয় সরকার কোন সদস্যকে অপসারণ করিবেন যদি, তিনি

(ক) ৪ ধারায় উল্লিখিত নির্যোগ্যতাসমূহের যে কোনটির অধীন হইয়া থাকেন :

তবে কোন সদস্য, তিনি যে ঐ ধারার (ঙ) প্রকরণে উল্লিখিত নির্যোগ্যতার অধীন হইয়াছেন, এই হেতুতে অপসারিত হইবেন না, যদি না তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইয়া থাকে; বা

(খ) কার্য করিতে অস্বীকার করেন বা কার্য করিতে অসমর্থ হন; বা

(গ) প্রাধিকারের নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি না লইয়া প্রাধিকারের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে, তদীয় পদমর্যাদার এরূপ অপব্যবহার করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহার ঐ পদে থাকিয়া যাওয়া জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় :

তবে এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন সদস্যকে অপসারিত করা হইবে না, যদি না তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইয়া থাকে।

পুনর্নিয়োগের জন্য সদস্যের যোগ্যতা।

৭। সদস্য না থাকা কোন ব্যক্তি ৪ ধারা অনুযায়ী নির্যোগ্য না হইলে পুনর্নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন।

সভা।

৮। (১) প্রাধিকার, প্রনিয়মসমূহের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ সময়ে ও স্থানে মিলিত হইবেন ও (উহার সভার কোরাম সমেত) ঐরূপ সভার কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত সেরূপ প্রক্রিয়াগত নিয়মাবলী পালন করিবেন।

(২) চেয়ারপার্সন অথবা, যদি তিনি কোন কারণে প্রাধিকারের কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন তাহাহইলে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক বাছিয়া লওয়া অন্য যেকোন সদস্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) প্রাধিকারের কোন সভায় উত্থাপিত সকল প্রশ্নের, উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা মীমাংসা করা হইবে, এবং ভোট সমান হইবার ক্ষেত্রে, চেয়ারপার্সন বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ও তিনি উহা প্রয়োগ করিবেন।

শূন্যপদ ইত্যাদি প্রাধিকারের কার্যবাহসমূহকে অসিদ্ধ করিবে না।

৯। প্রাধিকারের কোন কার্য বা কার্যবাহ কেবল –

(ক) প্রাধিকারের কোন শূন্যপদ, বা উহার গঠনগত কোন ত্রুটির; বা

(খ) প্রাধিকারের সদস্যরূপে কার্যরত কোন ব্যক্তির নিয়োগে কোন ত্রুটির; বা

(গ) বিষয়টির গুণাগুণকে প্রভাবিত করে না, প্রাধিকারের প্রক্রিয়ায় এরূপ কোন অনিয়মিততার কারণে অসিদ্ধ হইবে না।

প্রাধিকারের আধিকারিকগণ ও অন্যান্য কর্মচারী।

১০। (১) প্রাধিকার, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে উহাকে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ সংখ্যক আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবেন :

তবে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রবর্গের আধিকারিকগণের নিয়োগ, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে।

(২) প্রাধিকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক বা অন্যান্য কর্মচারী, প্রনিয়মসমূহের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে চাকরির সেরূপ শর্তাবলীর অধীন হইবেন এবং সেরূপ পারিশ্রমিকের অধিকারী হইবেন।

অধ্যায় ৩

প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ

প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ।

১১। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নামোদ্দিষ্ট স্থানসমূহে সীমান্তপারে যাত্রী ও পণ্যের চলাচলের সুযোগসুবিধাগুলিকে উন্নত, অনাময়কৃত ও ব্যবস্থিত করিবার ক্ষমতাসমূহ প্রাধিকারের থাকিবে।

(২) প্রাধিকার, (১) উপধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া –

(ক) সীমান্তস্থিত সুসংহত চেক পোস্টসমূহে নিরাপত্তার অপরিহার্যতাসমূহ অনুপালনকারী ব্যবস্থাগুলির পরিস্থাপন করিতে;

(খ) সুসংহত চেক পোস্টে জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও রেলপথ ভিন্ন পথ, টার্মিনাল ও অনুষঙ্গী ভবনসমূহের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে;

(গ) কোন সুসংহত চেক পোস্টে যোগাযোগ, নিরাপত্তা, পণ্য ওঠানো-নামানো ও স্ক্যানিং সরঞ্জামের পরিকল্পনা, যোগাড়, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে;

(ঘ) অভিবাসন, বহিঃশুল্ক, নিরাপত্তা, করাধান প্রাধিকার, প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গরোধ, পণ্যাগার, মাল ও ব্যাগপত্র পরীক্ষণ ঘাঁটি, পার্কিং এলাকা, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, যোগাযোগের সুবিধাসমূহ, পর্যটক তথ্যকেন্দ্র, প্রতীক্ষাগার, ক্যান্টিন, জলযোগ বিপণি, সার্বজনিক সুবিধা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং যেরূপ আবশ্যক গণ্য হইবে সেরূপ অন্যান্য পরিষেবার জন্য উপযুক্ত স্থান ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিতে;

(ঙ) উহার কর্মচারিগণের জন্য বাসভবন নির্মাণ করিতে ও তৎসহ সুসংহত চেক পোস্টে অভিনিয়োজিত কর্মিগণের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করিতে;

(চ) হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিশ্রামকক্ষ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে;

(ছ) পণ্য গুদামজাতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পণ্যাগার, আধার-ভাণ্ডার ও মাল কমপ্লেক্সসমূহ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে;

(জ) সুসংহত চেক পোস্টসমূহে যাত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য ডাক সম্বন্ধীয়, মুদ্রা বিনিময়, বীমা ও দূরভাষের সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করিতে;

(ঝ) সুসংহত চেক পোস্টসমূহের নিরাপত্তার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিতে এবং যানবাহন চলাচল, যাত্রী ও পণ্যের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে উহাদের প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে;

(ঞ) আগুন লাগা সহ অন্যান্য সংকট নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং যেরূপ আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইবে সেরূপ অন্যান্য সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করিতে;

(ট) ভারত সরকারের বিধি, নিরাপত্তা ও প্রোটোকল সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া সুসংহত চেক পোস্টে যানবাহন চলাচল, এবং যাত্রী, পরিবহণ কর্মী, ওঠানো-নামানোর এজেন্ট, নিকাশের ও অগ্রেষণের এজেন্টগণের ও পণ্যের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে;

(ঠ) সুসংহত চেক পোস্টে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের ভারগ্রহণে ব্যাপৃত এজেন্সিসমূহের কার্য সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে উহাদের কার্যের সমন্বয়সাধন করিতে ও উহা সহজসাধ্য করিতে;

(ড) কোন সুসংহত চেক পোস্ট সম্পর্কে পরামর্শদান, নির্মাণ বা ব্যবস্থাপন পরিষেবার বিকাশ ও উহার ব্যবস্থা করিতে এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে উহা চালু রাখিবার ভার গ্রহণ করিতে;

(ঢ) এই আইন দ্বারা উহার উপর আরোপিত কৃত্যসমূহের সুষ্ঠু সম্পাদনার্থে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ অনুযায়ী বা কোম্পানীসমূহের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন বিধি অনুযায়ী এক বা একাধিক কোম্পানি গঠন করিতে; ১৯৫৬-র ১

(ণ) এই আইন দ্বারা উহার উপর অর্পিত বা আরোপিত কোন ক্ষমতার প্রয়োগে বা কোন কৃত্যের সম্পাদনে যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত, বা আনুষঙ্গিক হইবে সেরূপ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে :

তবে প্রাধিকারের সার্বভৌম কৃত্যসমূহ কোন বেসরকারি সত্তাকে নির্দিষ্ট করা হইবে না;

(ত) প্রাধিকারকে নির্দিষ্ট কৃত্যসমূহের যেকোনটি সম্পাদনের জন্য যৌথ উদ্যোগ স্থাপন করিতে; এবং

(থ) প্রাধিকারের সর্বোত্তম বাণিজ্যিক স্বার্থে সুসংহত চেক পোস্টে অন্য যেকোন ক্রিয়াকলাপের ভার গ্রহণ করিতে

পারিবেন।

(৩) প্রাধিকার, এই ধারা অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহের সম্পাদনে উহা যেরূপ আবশ্যক গণ্য করেন ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের সেরূপ মন্ত্রক বা বিভাগের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন, এবং ভূমি বন্দর পরিষেবার উন্নয়ন ও ঐ পরিষেবার কার্যকুশলতা, মিতব্যয়িতা ও সুরক্ষার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিবেন।

(৪) এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই –

(ক) প্রাধিকার কর্তৃক তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির উপেক্ষাকে প্রাধিকৃত করে বলিয়া; বা

(খ) প্রাধিকার বা উহার আধিকারিকগণ বা অন্যান্য কর্মচারী অন্যথায় যে কর্তব্য বা দায়িতাধীন হইবেন না তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যবাহ দায়ের করিতে প্রাধিকৃত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে না।

অন্যান্য এজেন্সির দায়িত্ব ও ক্ষমতাসমূহ।

১২। (১) ভারতের সীমান্তসমূহে অভিনিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সীমান্ত প্রহরারত বাহিনীসমূহ, কোন সুসংহত চেক পোস্টের চতুর্দিকের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ববদ্ধ থাকিবেন।

(২) প্রাধিকার, কোন সুসংহত চেক পোস্টে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের জন্য যখনই সশস্ত্র বাহিনী, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বা রাজ্য পুলিশের সহায়তা চাওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন তখনই তৎসময়ে বলবৎ বিধির বিধানাবলী অনুযায়ী উহা চাহিতে পারিবেন।

(৩) বহিঃশুল্ক, অভিবাসন, সঙ্গরোধী ও অন্যান্য পদাধিকারিগণ প্রাধিকারের কৃত্যসমূহের কার্যকর সম্পাদনের জন্য উহার সহিত সমন্বয়সাধন করিবেন।

(৪) এই আইনের কোন বিধানে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বহিঃশুল্ক, অভিবাসন, সঙ্গরোধী পদাধিকারিগণ, সীমান্ত প্রহরারত বাহিনীসমূহ এবং পুলিশ তৎসময়ে বলবৎ বিধি অনুসারে তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

অধ্যায় ৪

সম্পত্তি ও সংবিদা

পরিসম্পদ ও দায়িতাসমূহ প্রাধিকারে বর্তাইবে।

১৩। (১) ২ ধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের তারিখে, কেন্দ্রীয় সরকার ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ ভূমি বন্দরসমূহের যে কোনটিতে ঐরূপ প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পূর্বে ভারত সরকারের মালিকানাধীন বা দখলাধীন ছিল এরূপ সকল পরিসম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, প্রাধিকার ও বিশেষাধিকার এবং ঐরূপ বাস্তবিক বা ব্যক্তিগত, মূর্ত বা অমূর্ত, বর্তমান বা সম্ভাব্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, উহা যে প্রকৃতিরই হউক ও তৎসহ ভূমি, ভবন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কারখানা, কর্মশালা, নগদ তহবিল, মূলধন, সঞ্চিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ, প্রজাসত্ত্ব, লোকসান ও খতিয়ানি-খরচ এবং ঐরূপ সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বার্থ প্রাধিকারে বর্তাইবে এবং ঐরূপ বর্তান, তখন বিদ্যমান সকল ধারগ্রহণ, দায়িতা ও দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন কেবল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের সম্মতির পরই জারি করা হইবে যেক্ষেত্রে, ঐ সম্পত্তি ঐরূপ মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাধিকারে উদ্যোগসমূহ বর্তাইবার সাধারণ কার্যকরিতা।

১৪। ২ ধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান থাকে, এবং ভূমি বন্দরসমূহকে প্রভাবিত করে এরূপ সকল সংবিদা, চুক্তি ও কার্য ব্যবস্থা, প্রাধিকার সম্পর্কে, পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবে ও কার্যকর হইবে।

প্রত্যাভূতি ক্রিয়াশীল থাকিবে।

১৫। কোন ঋণ, পাট্টা বা অর্থসংস্থান সম্পর্কে ভূমি বহিঃশুল্ক কেন্দ্র বা অভিবাসন চেক পোস্টসমূহের জন্য বা উহাদের অনুকূলে প্রদত্ত কোন প্রত্যাভূতি সেরূপ কেন্দ্র বা চেক পোস্টসমূহ সম্পর্কে ক্রিয়াশীল থাকিবে যাহা এই আইনবলে প্রাধিকারে বর্তাইয়াছে।

প্রাধিকারের জন্য বাধ্যতামূলক ভূমি অর্জন।

১৬। এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত কোন ভূমি সার্বজনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপ ভূমি ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য বিধির বিধানাবলী অনুযায়ী প্রাধিকারের জন্য অর্জিত হইবে। ১৯৫৬-র ৪৮।

প্রাধিকার কর্তৃক সংবিদা।

১৭। ১৮ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রাধিকার এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য আবশ্যক যেকোন সংবিদায় আবদ্ধ হইতে ও উহা সম্পাদন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

প্রাধিকারের পক্ষে সংবিদার নিষ্পাদন পদ্ধতি।

১৮। (১) প্রাধিকারের পক্ষে প্রত্যেক সংবিদা, চেয়ারপার্সন বা প্রাধিকার কর্তৃক এতৎপক্ষে সাধারণ বা বিশেষভাবে যেরূপ ক্ষমতাপন্ন হইবেন প্রাধিকারের সেরূপ আধিকারিক কর্তৃক কৃত হইবে এবং প্রনিয়মসমূহে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সংবিদাসমূহ প্রাধিকারের সাধারণ শীল দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত হইবে :

তবে কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে আদেশ দ্বারা যেরূপ ধার্য করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্বানুমোদিত না হইলে, তদধিক মূল্যের বা অর্থপরিমাণের কোনও সংবিদা কৃত হইবে না :

পরন্তু স্থাবর সম্পত্তির অর্জন বা বিক্রয়ের জন্য অথবা ত্রিশ বৎসরের অধিক মেয়াদের ঐরূপ কোন সম্পত্তির পাট্টার জন্য কোন সংবিদা এবং কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে আদেশ দ্বারা যেরূপ ধার্য করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্বানুমোদিত না হইলে, তদধিক মূল্যের বা অর্থপরিমাণের অন্য কোন সংবিদা কৃত হইবে না।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইন অনুযায়ী যে ফরম ও প্রণালীতে কোন সংবিদা কৃত হইবে তাহা প্রনিয়মসমূহের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ হইবে।

(৩) এই আইনের বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত নিয়ম ও প্রনিয়মসমূহের অনুসারী নহে এরূপ কোন সংবিদা প্রাধিকারের উপর বাধ্যকর হইবে না।

অধ্যায় ৫

অর্থ, হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা

প্রাধিকারের, ফী, ভাড়া ইত্যাদি প্রভারিত করিবার ক্ষমতা।

১৯। প্রাধিকার, —

(ক) মাল ওঠানো-নামানো, পণ্যাগারজাতকরণ, ট্রাক পার্কিং-এর জন্য বা পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্থাপিত অন্য কোন পরিষেবা বা সুযোগসুবিধার জন্য;

(খ) আগত ব্যক্তিগণকে ও যাত্রীদের প্রদত্ত অন্যান্য সুখ-সুবিধার জন্য এবং যাত্রীবাহী যানবাহন-এর পার্কিং এর জন্য; এবং

(গ) প্রাধিকার কর্তৃক ব্যবস্থিত সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য পরিষেবা গ্রহণ করিবার জন্য

প্রনিয়মসমূহের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ ফীসমূহ ও ভাড়া যাহা অন্য কোন আইন অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ উদগ্রহণ নহে, তাহা প্রত্যেক সুসংহত চেক পোস্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে নির্ধারণ ও প্রভারিত করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাধিকারকে অতিরিক্ত মূলধন ও অনুদান প্রদান।

২০। কেন্দ্রীয় সরকার, এতৎপক্ষে, বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক কৃত উপযোজনের পর, —

(ক) এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকারের কৃত্যসমূহের সম্পাদনের জন্য অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে, যেরূপ আবশ্যক হইবে, সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ শর্তে ও কড়ারে সেরূপ মূলধনের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) প্রাধিকারকে, এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ শর্তে ও কড়ারে ঐ সরকার যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ঋণ বা অনুদান রূপে সেরূপ অর্থপরিমাণ, প্রদান করিবেন।

প্রাধিকারের তহবিল ও উহার বিনিয়োগ।

২১। (১) প্রাধিকার তদীয় নিজস্ব তহবিল স্থাপন করিবেন এবং উহাতে প্রাধিকারের সকল প্রাপ্তি জমা পড়িবে ও উহা হইতে প্রাধিকার কর্তৃক সকল অর্থ প্রদত্ত হইবে।

(২) প্রাধিকারের সকল প্রশাসনিক ব্যয় সংকুলান করিতে বা এই আইন দ্বারা প্রাধিকৃত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সেরূপ অর্থাঙ্ক ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রাধিকারের থাকিবে এবং ঐ অর্থাঙ্ককে প্রাধিকারের তহবিল হইতে ব্যয়রূপে গণ্য করা হইবে।

(৩) প্রাধিকারের নামে জমা সকল অর্থ, যাহা (২) উপধারায় যথা ব্যবস্থিতরূপে অবিলম্বে ব্যবহার করা যাইতেছে না তাহা, —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষে, ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক বা এরূপ কোন তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহে অথবা অন্যান্য সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করা হইবে;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যাভূতিসমূহে বা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে বিনিয়োগ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই উপধারায়, 'তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক'-এর সেই একই অর্থ থাকিবে, উহার যে অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর ২ ধারার (ঙ) প্রকরণে রহিয়াছে। ১৯৩৪-এর ২।

উদ্বৃত্ত তহবিলের বণ্টন।

২২। (১) প্রাধিকার, সময়ে সময়ে, কোন সুসংহত চেক পোস্টে বিদ্যমান সুযোগসুবিধা বা পরিষেবার বৃদ্ধি ঘটাইবার বা নূতন সুযোগসুবিধা বা পরিষেবাসমূহ সৃষ্টি করিবার বা অস্থায়ী কারণে ব্যয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা বদলাইবার উদ্দেশ্যে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা জনিত লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি হইতে উদ্ভূত ব্যয় মিটাইবার বা এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে অকৃতি বা সম্পাদন করিবার ফলে উদ্ভূত দায়িতা মিটাইবার উদ্দেশ্যে উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অর্থপরিমাণ, সঞ্চিত তহবিল বা তহবিলসমূহরূপে, পৃথক করিয়া রাখিবেন :

তবে প্রাধিকারের বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট সঞ্চিতিসমূহ স্থাপন করিবারও ক্ষমতা থাকিবে :

পরন্তু বিনির্দিষ্ট ও সাধারণ সঞ্চিতিসমূহের প্রত্যেকটি বা যে কোনটিতে বার্ষিক পৃথকীকৃত অর্থাঙ্ক এবং যেকোন সময়ে ঐরূপ সর্বমোট অর্থাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, এতৎপক্ষে সময়ে সময়ে, যেরূপ ধার্য করা হইবে সেরূপ সীমার অধিক হইবে না।

(২) ঐরূপ সংরক্ষিত তহবিল বা তহবিলসমূহের জন্য, এবং অনাদায়ী ও অনিশ্চিত ঋণসমূহ, পরিসম্পদের অবচয় ও অন্যান্য সকল বিষয় যাহা সাধারণতঃ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ও নিগমবদ্ধ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ব্যবস্থিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিবার পর, প্রাধিকার উহার বার্ষিক নীট লাভের উদ্বর্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করিবেন। ১৯৫৬-র ১।

ক্রিয়াকলাপের কার্যক্রম ও আর্থিক প্রাককলনের দাখিল।

২৩। প্রাধিকার, প্রত্যেক আর্থিক বৎসর প্রারম্ভের পূর্বে আসন্ন আর্থিক বৎসরে উহার ক্রিয়াকলাপের কার্যক্রমের একটি বিবৃতি এবং তৎসম্পর্কিত আর্থিক প্রাককলন প্রস্তুত করিবেন ও উহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

প্রাধিকারের ধার গ্রহণের ক্ষমতা।

২৪। (১) প্রাধিকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উহাকে প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রাধিকারের কড়ার অনুসারে, এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহের সবকটি বা যেকোনটি সম্পাদনের জন্য খত, ঋণপত্র বা তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্যান্য সাধনপত্র প্রদানের মাধ্যমে যেকোন উৎস হইতে অর্থ ধারগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ প্রণালীতে, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার কর্তৃক গৃহীত ঋণসমূহ সম্পর্কিত আসলের পরিশোধ ও তদুপরস্থ সুদের প্রদান প্রত্যাভূত করিতে পারিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সময়ে সময়ে, যেরূপ সীমা নিবদ্ধ করিবেন তৎসাপেক্ষে, প্রাধিকার, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য, উহার যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অর্থপরিমাণ, ওভারড্রাফটরূপে বা অন্যথা সাময়িকভাবে ধারগ্রহণ করিতে পারিবেন।

হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা।

২৫। (১) প্রাধিকার, সঠিক হিসাবপত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিলেখ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে লাভ ক্ষতির হিসাবপত্র সমেত হিসাবপত্রের একটি বার্ষিক বিবরণ এবং উদবর্ত পত্র প্রস্তুত করিবেন।

(২) প্রাধিকারের হিসাবপত্র ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক বার্ষিকরূপে নিরীক্ষিত হইবে এবং ঐ নিরীক্ষা সম্পর্কে তৎকর্তৃক নির্বাহিত কোন ব্যয় প্রাধিকার কর্তৃক তাঁহাকে প্রতিপূরণ করা হইবে।

(৩) ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক ও প্রাধিকারের হিসাবপত্রের নিরীক্ষার জন্য তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির, ঐ নিরীক্ষা সম্পর্কে, সেই একই অধিকার ও বিশেষাধিকার ও প্রাধিকার থাকিবে যাহা সরকারী হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের রহিয়াছে এবং বিশেষতঃ বহি, হিসাবপত্র, সংশ্লিষ্ট প্রমাণক, দস্তাবেজ ও কাগজপত্রসমূহের উপস্থাপন দাবি করিবার এবং প্রাধিকারের যে কোন কার্যালয় পরিদর্শনের অধিকার থাকিবে।

(৪) ভারতের মহা হিসাব্-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বা এতৎপক্ষে তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক যথাশংসিত প্রাধিকারের হিসাবপত্র তদুপরি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহযোগে প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং ঐ সরকার উহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

অধ্যায় ৬

বিবিধ

বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল

২৬। (১) প্রাধিকার, প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পর, যথাসম্ভব শীঘ্র, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, ঐ আর্থিক বৎসরে উহার ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দিয়া একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন ও উহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিবেন এবং ঐ প্রতিবেদনে পরবর্তী আর্থিক বৎসরে প্রাধিকার কর্তৃক যে ক্রিয়াকলাপের ভারগ্রহণ করা সম্ভাব্য তাহার বিবরণও প্রদত্ত হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, ঐ প্রতিবেদন দাখিল হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র উহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

প্রত্যভিযোজন।

২৭। প্রাধিকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্ত ও পরিসীমনসমূহ, যদি কিছু থাকে তৎসাপেক্ষে, (৩৫ ধারার অধীনস্থ ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত) উহা যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন এই আইন অনুযায়ী উহার সেরূপ ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ, প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য বা কোন আধিকারিককে প্রত্যভিযোজন করিবেন।

প্রাধিকারের আদেশ ও অন্যান্য সাধনপত্রের প্রমাণীকৃতকরণ।

২৮। প্রাধিকারের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত চেয়ারপার্সন বা এতৎপক্ষে প্রাধিকার কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন সদস্যের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে এবং প্রাধিকার কর্তৃক নিষ্পাদিত অন্যান্য সকল সাধনপত্র এতৎপক্ষে তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত, প্রাধিকারের কোন আধিকারিকের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

প্রাধিকারের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ লোককৃত্যকারী হইবেন।

২৯। প্রাধিকারের সকল আধিকারিক ও কর্মচারী এই আইনের বিধানাবলী অথবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রনিয়মের অনুসরণে কার্য করা বা কার্য করিতে অভিপ্রায় করাকালে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে লোক কৃত্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণ।

৩০। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রনিয়মের অনুসরণে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য প্রাধিকার বা প্রাধিকারের কোন সদস্য বা কোন আধিকারিক বা অন্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না। ১৮৬০-এর ৪৫।

হারানো সম্পত্তির অভিরক্ষা ও বিলিব্যবস্থা।

৩১। প্রাধিকার এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণয়ন করিবেন সেরূপ প্রনিয়মসমূহ সাপেক্ষে, প্রাধিকার এরূপ কোন সম্পত্তির নিরাপদ অভিরক্ষা ও পুনরুদ্ধার সুনিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবস্থা করিবেন, যাহা উপযুক্ত অভিরক্ষায় না থাকাকালে প্রাধিকারের মালিকানাভুক্ত বা উহার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোন ভূ-গৃহাদি পরিসরে পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের, প্রাধিকারকে অধিক্রমণ করিবার ক্ষমতা।

৩২। (১) যদি, কোন সময়, কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে –

(ক) প্রাধিকার, গুরুতর কোন জরুরী কারণে এই আইনের বিধানাবলীর দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে অসমর্থ; বা

(খ) প্রাধিকার, এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালনে বা এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে বারংবার খেলাপ করিয়াছেন এবং খেলাপের ফলস্বরূপ প্রাধিকারের আর্থিক অবস্থা বা কোন সুসংহত চেক পোস্টের প্রশাসনের অবক্ষয় ঘটিয়াছে; বা

(গ) সেরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান যাহাতে জনস্বার্থে ঐরূপ করা আবশ্যক হয়;

তাহাহইলে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে অনধিক ছয় মাসের সেরূপ সময়সীমার জন্য ঐ প্রাধিকারকে অধিক্রমণ করিবেন :

তবে (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য এই উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাধিকারকে, কেন উহাকে অধিক্রমণ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন এবং প্রাধিকারের ব্যাখ্যা ও আপত্তিসমূহ, যদি কিছু থাকে তাহা, বিবেচনা করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকারকে অধিক্রমণ করে এরূপ কোন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর, —

(ক) সকল সদস্য, অধিক্রমণের তারিখ হইতে, তাঁহাদের ঐরূপ পদ শূন্য করিয়া দিবেন ;

(খ) (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সকল ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য, যাহা এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা বা তদনুযায়ী প্রাধিকার কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রযুক্ত বা সম্পাদিত হইতে পারে তাহা, কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রযুক্ত ও সম্পাদিত হইবে ; এবং

(গ) প্রাধিকারের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সকল সম্পত্তি, (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাইয়া যাইবে।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট অধিক্রমণ সময়সীমার অবসানের পর, কেন্দ্রীয় সরকার, —

(ক) উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন অনধিক ছয় মাসের সেরূপ অধিকতর সময়সীমার জন্য অধিক্রমণ সময়সীমাকে প্রসারিত করিবেন ; বা

(খ) নূতন নিয়োগের মাধ্যমে ঐ প্রাধিকারের পুনর্গঠন করিবেন এবং সেক্ষেত্রে যে সদস্যগণ (২) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা নিয়োগের জন্য নির্যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না :

তবে, কেন্দ্রীয় সরকার, অধিক্রমণ-সময়সীমা অবসানের পূর্বে যে কোন সময়ে, (১) উপধারা অনুযায়ী মূলে বিনির্দিষ্ট রূপেই হউক বা এই উপধারা অনুযায়ী যথা-প্রসারিতরূপেই হউক, এই উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, (১) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন এবং এই ধারা অনুযায়ী গৃহীত কোন ব্যবস্থা ও সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রে সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ জারি করিবার ক্ষমতা।

৩৩। (১) এই আইনের পূর্বগামী বিধানাবলী ক্ষুণ্ণ না করিয়া, প্রাধিকার, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে, নীতিগত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার উহাকে সময়ে সময়ে, লিখিত যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন তদ্দ্বারা আবদ্ধ থাকিবেন :

তবে প্রাধিকারকে এই উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ প্রদানের পূর্বে, যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, তদীয় মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(২) কোন প্রশ্ন নীতিগত কিনা তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, ১১ ধারার (২) উপধারার প্রকরণসমূহ অনুযায়ী প্রাধিকারকে উহার কোন কৃত্য সম্পাদন সম্পর্কে সময়ে সময়ে, নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং প্রাধিকার ঐরূপ নির্দেশসমূহ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩৪। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষত, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী —

(ক) ৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকারের সদস্যগণের চাকরির অন্যান্য শর্ত ;

(খ) ৫ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী সদস্য কর্তৃক তাঁহার পদ ত্যাগ করিবার জন্য যে নোটিস প্রদত্ত হইবে তাহার সময়সীমা ;

(গ) প্রাধিকার ২১ ধারার (৩) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী যে প্রণালীতে তহবিলসমূহ বিনিয়োগ করিবেন ;

(ঘ) প্রাধিকার কর্তৃক ২৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে ফরমে হিসাবপত্রের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুত করা হইবে;

(ঙ) ২৬ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে ফরমে প্রাধিকারের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দিয়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হইবে ও উহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করা হইবে ; এবং

(চ) বিহিত হইতে পারিবে বা বিহিত হইবে এরূপ অন্য কোন বিষয়;

সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩৫। (১) প্রাধিকার, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনসহ, এই আইনের বিধানাবলীকে কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এরূপ প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করিবেন যাহা এই আইন ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে।

(২) পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ প্রনিয়মসমূহ —

(ক) ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকারের সভার সময় ও স্থান এবং এরূপ সভায় কোরাম সমেত কার্যপরিচালনার জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ;

(খ) ১০ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এরূপ আধিকারিকগণ ও অন্যান্য কর্মচারির চাকরির শর্তাবলী ও পারিশ্রমিক ;

(গ) ১৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে সংবিদাসমূহ প্রাধিকারের সাধারণ শীলমোহর দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত করা হইবে তাহা, এবং ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার কর্তৃক যে ফরমে ও প্রণালীতে কোন সংবিদা করা হইবে তাহা ;

(ঘ) ১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকার কর্তৃক যে ফীসমূহ ও ভাড়া প্রভারিত হইবে তাহা ;

(ঙ) ৩১ ধারা অনুযায়ী হারানো সম্পত্তির অভিরক্ষা ও পুনরুদ্ধার এবং যে শর্ত ও কড়ার অনুযায়ী হারানো সম্পত্তি উহার অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকটে প্রত্যর্পণ করা হইবে তাহার

সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

নিয়ম, প্রনিয়ম ও প্রজ্ঞাপন সংসদের সমক্ষে স্থাপন।

৩৬। এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম ও প্রত্যেক প্রনিয়ম বা জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের বা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে ; এবং যদি পূর্বোক্ত ঐ সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ নিয়ম, প্রনিয়ম বা প্রজ্ঞাপনের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ নিয়ম, প্রনিয়ম বা প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন বা জারি করা উচিত নহে, তাহাহইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম, প্রনিয়ম বা প্রজ্ঞাপন, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, আদৌ কার্যকর হইবে না; তবে এমনভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ পূর্বে ঐ নিয়ম, প্রনিয়ম বা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা।

৩৭। (১) যদি এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিতে গিয়া কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয় তাহাহইলে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিবার জন্য উহার নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন যাহা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে :

তবে এই আইন প্রারম্ভের তারিখ হইতে দুই বৎসর সময়সীমা অবসানের পর ঐরূপ কোনও আদেশ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, উহা প্রদত্ত হইবার পর, যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।